চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৮.১০.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্ট্রোক প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, স্ট্রোক প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন ও নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের বিকল্প নেই। আমাদের খাদ্যাভ্যাস, দৈনন্দিন কাজকর্ম ও শরীরচর্চার অভ্যাসে পরিবর্তন আনলেই স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ৯টায় বিশ্ব স্ট্রোক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ মাঠে আয়োজিত মিনি ম্যারাথন অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিউরোলজি বিভাগের প্রধান ডা. মো. হাসানুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডা. মোহাম্মদ রিফাত কামাল ও ডা: মোহাম্মদ মুবিনুল হক। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত দিনব্যাপী এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল মিনি ম্যারাথন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মাঠে এসে পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি জেগে উঠেছে। এই সবুজ মাঠে আমাদের ইন্টার্নি জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তবে আজকের এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো—স্ট্রোক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। অনেকেই এখনো স্ট্রোককে হার্ট অ্যাটাক বলে ভুল করেন, তাই জনগণের মাঝে এর প্রকৃত তথ্য ও প্রতিরোধের উপায় পৌঁছে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, “স্ট্রোক প্রতিরোধে আমাদের জীবনযাত্রায় নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাটাচলা ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। হাঁটতে হবে, দৌড়াতে হবে—এটাই আজকের মিনি ম্যারাথনের মূল বার্তা। আমরা যদি নিয়মিত হাঁটি, তাহলে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও স্থূলতার মতো ঝুঁকিও কমে যাবে।তিনি নিউরোলজি বিভাগের চিকিৎসক ও আয়োজক টিমের প্রশংসা করে বলেন, “চমেকের নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. হাসানুজ্জামান ও তাঁর টিম অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। এ ধরনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটিকে একটি গ্রীণ, ক্লিন, হেলদী ও সেফ সিটি বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সচেতন নাগরিক সমাজই পারে সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. তাসলিম উদ্দিন, ড্যাব চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সভাপতি অধ্যাপক ডা. জসিম উদ্দিন, প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন, ডা. খুরশীদ জামিল চৌধুরী, ডা. ফয়েজুন রহমান, ডা. ইফতেখার হোসেন লিটন, ডা. বেলায়েত হোসেন ঢালী, ডা. এটিএম রেজাউল করিম, ডা. আবু নাসের, ডা: মাহমুদুর রহমান, ডা. কামরুল হক প্রমুখ।

দেশপ্রেমকে হৃদয়ে ধারণ করে শিক্ষার্থীদেরকে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে : সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, “ভালো ছাত্র হওয়া যেমন প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ভালো মানুষ হওয়া। একজন শিক্ষার্থী যখন নৈতিকতা, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধে গড়ে ওঠে, তখন সে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। দেশকে ভালোবাসতে শিখতে হবে, কারণ দেশপ্রেমই মানুষকে সৎ, ন্যায়ের পথে এবং দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) নগরীর দামপাড়াস্থ বাগমনিরাম আবদুর রশীদ সিটি কর্পোরেশন বালক উচ্চ বিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বার্ষিক মিলাদ, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, শিক্ষক বিদায় ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের রাষ্ট্রনেতা, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, শিক্ষক কিংবা মেয়র হবে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই ভবিষ্যতের ডাক্তার, ব্যারিস্টার কিংবা প্রধানমন্ত্রী তৈরি হতে পারে। তাই এখন থেকেই সততা, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের চর্চা করতে হবে। মেয়র বলেন, এই বিদ্যালয়টি ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। ৬১ বছরের এই বিদ্যালয়ের ভবন এখন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমি সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশ দেব, যাতে দ্রুত ভবনের অবস্থা মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় থাকবেই, কিন্তু তা যেন সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব নষ্ট না করে। আজ যারা পুরস্কার পেয়েছে, যারা পায়নি তারাও একদিন সেই অবস্থানে পৌঁছাবে — এই বিশ্বাস নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও মানবিকতা বজায় রাখা। মেয়র শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতার ওপরও গুরুত্বারোপ করে বলেন, “চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পক্ষ থেকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা দিচ্ছে। বাইরে যার মূল্য ১৫০০ টাকা, সেই ভ্যাকসিন নগরবাসীকে আমরা সম্পূর্ণ

বিনামূল্যে প্রদান করছি। যারা এখনো এই টিকা নেয়নি, তারা দ্রুত এ টিকা গ্রহণ করবে—এটাই আমার আহ্বান। তিনি আরও বলেন, “আমরা সবাই মিলে একটি ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেফ সিটি গড়তে চাই। এজন্য নাগরিক সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করা, আবর্জনা যথাস্থানে ফেলা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ — এগুলো আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।” শেষে মেয়র বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই একদিন সমাজ ও দেশের নেতৃত্ব দেবে। শিক্ষক ও অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানবিক ও দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতির জন্য শুভকামনা জানাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, অধ্যক্ষ মো. আবুল কাশেম, প্রধান শিক্ষক টিংকু কুমার ভৌমিক, রুমা বড়ুয়া, সাবিনা বেগম, শাহাদাত হোসাইন, বিধু ভূষণ, মানিক চন্দ্র রায় ও সেকান্দর পাশা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর, শিক্ষানুরাগী সদস্য নূর হোসাইন, সুকুমার দেবনাথ, শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিন, মির্জা মো. মনসুরুল হক, মো. বেলায়েত হোসেন প্রমুখ।

মেধাবী ছাত্রীরাই দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে : মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, “মেধা, অধ্যবসায় ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিই একজন শিক্ষার্থীর সফলতার মূল ভিত্তি। আজকের এই কৃতী ছাত্রীরা কেবল বিদ্যালয়ের নয়, গোটা দেশের গর্ব। তাদের পরিশ্রম ও প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করবে।” মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এইচ.এস.সি.-২০২৫ এর কৃতী ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এ কথা বলেন। মেয়র বলেন, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সবসময় চমৎকার ফলাফল অর্জন করে আসছে। এটি সম্ভব হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরলস পরিশ্রম, শিক্ষার্থীদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অভিভাবকদের সার্বিক সহযোগিতার কারণে। বিদ্যালয়ের এই ধারাবাহিক সাফল্য আমাদের সবার জন্য গর্বের।বক্তব্যে তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেন কৃতী ছাত্রী স্নেহার, যিনি এস.এস.সি.-তে ৪.৭৮ পেলেও অদম্য ইচ্ছা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এইচ.এস.সি.-২০২৫ পরীক্ষায় বোর্ডে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। মেয়র বলেন, “স্নেহা প্রমাণ করেছে—দৃঢ় মনোবল ও পরিশ্রম থাকলে অসম্ভব কিছুই নয়। সে শুধু নিজের নয়, এই বিদ্যালয়ের মর্যাদাও বাড়িয়েছে।” মেয়র বলেন, আমাদের ছাত্রীরা আজ বিশ্বজুড়ে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে। তবে আমি চাই তারা যেখানেই যাক, দেশকে যেন ভুলে না যায়। বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান দেশে এনে বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। দেশপ্রেমই হবে তাদের মূল প্রেরণা।তিনি আরও বলেন, “আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে অভাব, অনটন ও দুর্নীতি থাকবে না—মানুষ পাবে তাদের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই বাংলাদেশ নির্মাণে আজকের এই মেধাবী প্রজন্মেরই ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বক্তব্যে মেয়র ঘোষণা দেন, এইচ.এস.সি.-২০২৫ বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করায় স্নেহাকে ‘জিয়া রহমান ফাউন্ডেশন’-এর পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকার পুরস্কার প্রদান করা হবে। ফাউন্ডেশনের চট্টগ্রাম চিফ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে আমি নিজ হাতে তার বাবার কাছে পুরস্কারটি হস্তান্তর করব। এছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের আরও ৩৫ জন কৃতী ছাত্রীকে সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ জয়নাল আবেদীন এবং সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ আরিফ উল যাহান চৌধুরী। এসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও কৃতী ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮